



22782 - পতিমাতার সাথে একজন মুসলমিনের সদাচরণের পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমার সমস্যাটির সারাংশ হলো: আমার পতিমাতা সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ববে লিপ্ত থাকেন। কারণ আমার পতি কর্কশ ও আক্রমণাত্মক আচরণে মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্ব অবোধ, অরুচিমুখী ও রূক্ষ।

আমি ও আমার ভাইয়েরা তাঁকে খুব ভয় পাই। আমরা তাঁর সাথে একবোরে অগভীর পর্যায়ে ছাড়া কোন প্রকার সংলাপ করতে যাই না। আমি আমার প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে ভালোবাসি; যাতনে করে আমি জান্নাত লাভে ধন্য হই। আমি পতিমাতার সাথে সদাচরণে গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ছি। এ কারণে আমি চরম পরিশ্রমের আছি যে, কভিবে আমি আমার পতির সাথে সদাচরণ করতে পারি; আমি এর কোন রাস্তা জানি না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের নব্বিশে দায়ের বিষয়টির সাথে পতিমাতার প্রতি সদাচরণের বিষয়টি একত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: “আর আপনার প্রভু আদেশে দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে ও পতি-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।” [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩]

তিনি আরও বলেন: “আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও কোনও কিছুকে তাঁর শরীক করো না; এবং পতি-মাতার প্রতি সদাচরণ করো।” [সূরা নসি, আয়াত: ৩৬]

এটি পতিমাতার প্রতি সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের গুরুত্বের দলিল।

পতিমাতার সাথে সদাচরণ করা হলে তাদরে আনুগত্য করার মাধ্যমে, সম্মান ও মর্যাদা দোয়া, তাদরে জন্য দোয়া করা, তাদরে সামনে কণ্ঠস্বর নীচু রাখা, তাদরে সাথে হাসমুখে কথা বলা, তাদরে সাথে বিনয়ী হওয়া, তাদরে সাথে বিরক্তি প্রকাশ না-করা, তাদরে সোবা করা, তাদরে আকাঙ্ক্ষাগুলকে বাস্তবায়ন করা, তাদরে সাথে পরামর্শ করা, তাদরে কথা মনোযোগ দিয়ে শুন্য, তাদরে সাথে হটকারিতা না-করা, তাদরে জীবদ্দশায় ও তাদরে মৃত্যুর পর তাদরে বন্ধুকে সম্মান করা ইত্যাদি মাধ্যমে।

এর মধ্যে আরও রয়েছে তাদরে অনুমতি ছাড়া সফর না করা, তাদরে চয়ে উপরের কোন স্থানে না-বসা, তাদরে সামনে খাবারের দিকে পা দিয়ে না-বসা, নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে তাদরে উপর প্রাধান্য না-দোয়া।



অনুরূপভাবে তাদরে প্রতি সদাচরণে মধ্যে রয়েছে: তাদরেকে দেখতে যাওয়া, তাদরেকে উপহার দোয়া, তাদরে প্রতিপালনে জন্ম তাদরে প্রতিকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; ছোটবলোয় হোক বা বড় হওয়ার পর হোক।

অনুরূপভাবে তাদরে সদাচরণে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: তাদরে উভয়ে মাঝে মতভেদে কমানোর চেষ্টা করা। সটো সাধ্যানুযায়ী উত্তম উপদশে ও আখরিতকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এবং উভয়ে মধ্যে যিনি মিজলুম তার পক্ষে ওজর পশে করার মাধ্যমে এবং ভাল কথা ও কাজের মাধ্যমে তার মনকে ভালো করার মাধ্যমে।

আপনার পতির আচরণ যটোই হোক না কেন আপনি পূর্ববোক্ত শিষ্টাচারগুলোতে ভূষিত হোন। যা কিছু আপনার পতির রাগের উদ্রেক করে বা তাকে ব্যথিত করে সেগুলো পরহির করুন; যদি না এতে কোন গুনাহ বা আল্লাহর অবাধ্যতা না বর্তায়। কারণ আল্লাহর অধিকার সকল বান্দাদরে অধিকারের উপর প্রাধান্যযোগ্য।

আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি তাঁদরেকে হদোয়তে দেন, তাঁদরে অবস্থা সংশোধন করে দেন। নশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নকিটবর্তী ও দোয়া কবুলকারী।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।